দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ও কলাম ... ৩ ...

বিয়াল্লিশ হাজার প্রার্থী নির্বাচিত

বেসরকারি নিবন্ধিত প্রাইমারিতে শিক্ষক নিয়োগ, শূন্য পদ ১৪ হাজার

■ শ্যামল সরকার

বেসরকারি নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ৪২ হাজার ৬১১ জন নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী পাঁচ বছরে এসব শিক্ষক শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের যোগ্য হবেন। এই প্যানেলের বাইরে থেকে কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

সোমবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এই পদে নিয়োগের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ফারুক জলিল ইত্তেফাককে জানান, নির্বাচিতদের মধ্য থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলায় শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাসিন্দা অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ কোনো ইউনিয়নে যদি ছয়টি পদ শূন্য থাকে সে ক্ষেত্রে ওই ইউনিয়নের কোনো বাসিন্দা মেধাক্রমে ছয়ের মধ্যে না থাকলেও তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। তবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি পদ শূন্য থাকলে সেখানে নারীকে নিয়োগ দিতে হবে। একটি বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ দুইটি নারী শিক্ষকের পদ সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা কিংবা সরকারি বিধানে থাকা অন্যান্য কোটা এক্ষেত্রে পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বিয়াল্লিশ হাজার প্রার্থী

২০ পৃষ্ঠার পর

কার্যকর হবে না।

ফারুক জলিল জানান, ইউনিয়ন ভিত্তিক শূন্য পদ ও কোটা নির্ধারণ করে তালিকা জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট পাঠানো হয়েছে। তারাই বর্তমান শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

জানা যায়, বর্তমানে নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ হাজার শূন্য পদ রয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে শূন্য পদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪০ হাজার। এছাড়া যারা নিয়োগের জন্য বিবেচিত হয়েছেন তাদের অনেকেই অন্যত্র ভাল সুযোগ পাওয়ায় এই পদে যোগ দেবেন না। তাই নির্বাচিত সবাই নিয়োগ পেয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ৯ ডিসেম্বর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উত্তীর্ণরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলে প্রার্থীদের মেধাক্রম অনুযায়ী চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এবারই প্রথম কোনো নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল এত কম সময়ে প্রকাশ করা হলো।